গোল মরিচ চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : গোল মরিচ

জাতের নাম : জৈন্তা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরিপ মৌসুমে চাষের উপযোগী, রোপণ থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ৪-৫ বছর সময় লাগে। ১০- ১৫ বছর বাঁচে। রোগ ও পোকার আক্রমণ তেমন নেই। ১ বছর ঘরে মজুত করে রাখা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৬ - ৭ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

মে-জুন (বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ)

ফসল তোলার সময় :

মে-জুন মাসে ফুল আসে এবং ৬-৮ মাস পর ফল তোলা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮

ফসল : গোল মরিচ

পুষ্টিমান :

গোল মরিচে আছে টনিক এসিড। প্রতি ১০০ গ্রাম গোল মরিচে ১০.৫১ গ্রাম জলীয় অংশ, ১০.৯৫ গ্রাম আমিষ, ৩.২৬ গ্রাম চর্বি, ৩.৫ গ্রাম আঁশ, ৬৪ .৮১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১4, আনিন্দ প্রকাশনী।

ফসল : গোল মরিচ

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : গোল মরিচ

চাষপদ্ধতি :

বড় কোন গাছের গোড়া থেকে এক মিটার দূরে গোলমরিচের চারা রোপণের জন্য গর্ত করা যায়। গর্তের মাপ হবে সব দিক দিয়ে আধা মিটার, গভীরতাও একই। গর্ত থেকে তোলা মাটির তিন ভাগের এক ভাগ মাটি বাদ দিয়ে দিতে হবে। সেই মাটি পূরন করতে হবে বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক সার দিয়ে। এ জন্য প্রতি গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, রাসায়নিক সার ২০ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, হাড়ের গুঁড়া ২০০ গ্রাম, এমওপি সার ১৫০ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ৫০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরে রেখে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশনী।

ফসল : গোল মরিচ

মৃত্তিকা :

পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় ও আর্দ্রতা বেশি এমন এলাকায় গোলমরিচ ভালো জন্মে। এ ফসল ১০০ থেকে ৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। পাহাড়ি এলাকার মাটি এ ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

প্রতি গর্তে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১০ গ্রাম টিএসপি ও ৪৫০ গ্রাম পটাশ দিতে হয়। তবে এ পরিমাণ সার তৃতীয় বছর হতে দিতে হবে। এ পরিমাণের ১/৩ ভাগ ১ম বছর এবং ২/৩ ভাগ দ্বিতীয় বছরে দিতে হবে। সার সাধারণত বছরে দুবারে দিতে হয়। একবার মে-জুন মাসে ও পরের বার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দিতে হয়। এছাড়া প্রতি বছর প্রতি গর্তে মে-জুন মাসে ১০ কেজি পঁচা গোবর ও প্রতি ১ বছর অন্তর-অন্তর প্রতি গর্তে ৬০০ গ্রাম চুন দিতে হবে।

অনলাই সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮

ফসল : গোল মরিচ

সেচ ব্যবস্থাপনা :

ভালো ফসল পাওয়ার জন্য গোলমরিচের জমিতে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। বেড ও নালা পদ্ধতিতে গোলমরিচ চাষ করুন। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক।

তথ্যের উৎস :

ফসল : গোল মরিচ

আগাছার নাম : বিভিন্ন ঘাস জাতীয় আগাছা ও পরগাছা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : সব মৌসুম তবে বর্ষা কালে বেশি

প্রতিকারের উপায় :

আগাছা দেখা দিলে পরিষ্কার করতে হবে ও মাটিতে রসের অভাব হলে পানি সেচ দিতে হবে। ডগা বাড়তে থাকলে ঠেস গাছের সাথে বেঁধে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : গোল মরিচ

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : অতি বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : গোল মরিচ

পোকার নাম : ফ্লি বিটল পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : পূর্নাঙ্গ বিটল কালো পাখা যুক্ত, মাথা ও ঘাড় হলদে বাদামী বর্ণের।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণাঙ্গ ও কীড়া উভয় গাছের কচি অংশ খেয়ে নষ্ট করে। পূর্ণাঙ্গ বিটল ফল ছিদ্র করে ফলের মধ্যে ঢুকে ভেতরের অংশ খায়। আক্রান্ত ফল প্রথমে হলুদ ও পরে কালো হয়। কীড়া ফলের বীজ ছিদ্র করে ভেতরের অংশ খায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত গাছ ছাঁটাই করে বৃদ্ধি কমাতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : গোল মরিচ

রোগের নাম : হটাৎ ঢলে পড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার উপর কালো দাগ পড়ে এবং পরে দাগ বড় হয়। কচি পাতা ও ডগা আক্রমণে কালো হয়ে যায়। অধিক আক্রমণে গাছ মরে যায়। গোড়া সহ সকল স্থানে আক্রমণ ছড়াতে পারে। বর্ষা মৌসুমের শেষে আক্রমণ হলে গাছ হলুদ হয়ে ঢলে পড়তে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক , সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় বালাইনাশক (যেমনঃ ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত কাটিং ব্যবহার করা। পরিচর্যার সময় শিকড়ে ক্ষত করা যাবেনা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮

ফসল : গোল মরিচ

ফসল তোলা : গোল মরিচের চারা রোপনের পর ফল ধরতে প্রায় ৪ থেকে ৫ বছর লেগে যায়। পূর্ণ ফলন আসে ১০ বছরে এবং ২০ বছর পর্যন্ত ভাল ফলন দিতে থাকে। ফুল ধরে এপ্রিলের শেষ থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। ফল পাকা শুরু হয় ডিসেম্বরে। ছোট ফলগুলো যখন লাল হতে শুরু করে তখনি ছড়া কেটে ফল তুলতে হয়।

সংরক্ষণ : ফসল তুলে ধুয়ে আকার অনুসারে বাছাই করে নিন। ছায়ায় সংরক্ষণ করুন। পানি ফল ধোয়া পানি ছিটিয়ে দিন। বেশি দিন সংরক্ষণ এর জন্য হিমাগারে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশনী।

ফসল : গোল মরিচ

বীজ উৎপাদন :

গোল মরিচে ৩ ধরনের লতা/কান্ড দেখা যায়। ১. প্রধান কান্ড যার পর্বমধ্য বড়, ২. রানার ডগা (সুট) ও ৩. ফল ধারণকারী পার্শ্বীয় শাখা। রানার ডগা হতে কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। শীর্ষ ডগা ও ব্যবহার করা যায়। ফেবরুয়ারী-মার্চ মাসে ২-৩ টি পর্বসন্ধি (গিট) যুক্ত কান্ড কাটিং হিসেবে নার্সারীতে বা পলি ব্যাগ লাগানো হয়। পলি ব্যাগ উর্বর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। কাটিং-এ ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হয় ও প্রয়োজনে সেচ দিতে হয়। মে-জুন মাসে কাটিং লাগানোর উপযোগী হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮

ফসল : গোল মরিচ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

সার ও বীজ নিকটস্থ কোম্পানির ডিলার/ বিশ্বস্থ বীজ ব্যবসায়ী ও বিশ্বস্থ বীজ উৎপাদনকারীর নিকট খেকে সংগ্রহ করুন। **বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :**

বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : গোল মরিচ

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

ফসল : গোল মরিচ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

বাঁশের ঝুড়ি, চটের বস্তা, ঠেলা গাড়ি ইত্যাদি।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ছিদ্রযুক্ত চটের বস্তা।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে খুচরা/পাইকারি বিক্রয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

প্রকিয়াজাত করে আড়ৎদারের মাধ্যমে হিমযুক্ত কাভার্ড ভ্যানে দূরবর্তী বাজার, সুপার মার্কেট ও বিদেশে বিপণন করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।